যুগান্তর

06 JUN 2008
১৬ ২

ছাত্রদলের সব জেলা কমিটি ভেঙে পুনর্গঠনের নির্দেশ

মুসতাক আহমদ

ছাত্রদলের সব জেলা শাখার কমিটি ভেঙে পুনর্গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ দলের কারাবন্দি নেতাদের মুক্তি আন্দোলনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এ অঙ্গসংগঠনের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভাঙার ওই নির্দেশ দেয়া হয়। সম্প্রতি দু'বছর পর অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের এক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে বিএনপি মহাসচিব এছাড়াও জুন মাসের মধ্যে সব জেলা শাখার সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনেরও নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। তবে দু'সপ্তাহেও বিএনপি মহাসচিবের নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। শিগগিরই বা আদৌ নতুন কমিটি গঠিত হচ্ছে কিনা কিংবা কেন্দ্রীয় নেতারা সংগঠনের ৮৬টি জেলা শাখা সফর করছেন কিনা সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি ছাত্রদল নেতৃত্ব। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু অবশ্য জানিয়েছেন, নির্দেশনা অনুযায়ী শিগগিরই কার্যক্রম শুরু হবে। তিনি নতুন কমিটি গঠনের বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে নেতাকর্মীদের সংগঠিত এবং সব ইউনিটের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রিফর্ম (সংস্কার) বা অন্য ব্যবস্থাও নেয়া হতে পারে। তবে নাম প্রকাশ না করে একজন সিনিয়র নেতা বলেছেন, জুন নয়, জুলাই মাসে জেলা শাখাগুলোতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সফরের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিএনপি ও ছাত্রদলের কয়েকটি সূত্র জানায়, শুধু ছাত্রদল নয়, অন্য অঙ্গ সংগঠনগুলোরও কমিটি পুনর্গঠন করছে বিএনপি। এরই অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা দল এবং তাঁতী দলের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে পাইপলাইনে (অগ্রাধিকারে) আছে স্বেচ্ছাসেবক দল, জাসাস, কৃষক দল এবং মহিলা দল। সবশেষে আসবে যুবদলের প্রসঙ্গ। বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে বিএনপি ঘর গোছানোর এ প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানায় ওই সূত্র। বর্তমানে ত্রি-ধারায় বিভক্ত ছাত্রদল। সংগঠনের নির্দেশ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

নির্দেশ : ছাত্রদলের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শীর্ষ দুই নেতার দুটি ধারা ছাড়াও তাদের পছন্দ করেন না এবং তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার নন এমন নেতাকর্মীরা তৃতীয় আরেকটি ধারায় রয়েছেন। ওই অংশটিই ছাত্রদলে বর্তমানে 'ভারি অংশ' হিসেবে পরিচিত।

ছাত্রদল সূত্র জানায়, দলের দুঃসময়েও সংগঠনের ভেতরে চলমান তীব্র দ্বন্দ্ব-গ্রুপিংয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ হতাশ। এই দ্বন্দ্বের রেশ ধরেই সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন এক কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল, জিয়া হল, জসীমউদ্দীন হলে একাধিকবার সংঘর্ষ এবং চাপাতি হামলার ঘটনাও ঘটে।

ছাত্রদলে বর্তমানে যে ৮৬টি জেলা শাখা রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোর বয়সই প্রায় সাড়ে ৫ বছর পার হয়েছে। সর্বশেষ ২০০২ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গঠিত হয় ওইসব কমিটি। ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এবং জেলা শাখার কমিটির মেয়াদ দু'বছর। ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাহাবুদ্দিন লাল্টুকে সভাপতি ও আজিজুল বারী হেলালকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটি। যথানিয়মে দু'বছর পর ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি আজিজুল বারী হেলালকে সভাপতি ও শফিউল বারী বাবুকে সাধারণ সম্পাদক করে আরও একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই কমিটির মেয়াদ শেষ হয় ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। অর্থাৎ বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিও প্রায় দেড় বছর অতিরিক্ত সময় দায়িত্ব পালন করছে। আর জেলা শাখাগুলো সাড়ে ৩ বছর পদ আঁকড়ে রয়েছে।

১৭ মে প্রায় ২ বছর পর অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সভা। বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে রাত পৌনে ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ওই সভা। এতে ৯৬ সদস্যের মধ্যে ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন এবং ৩৫ জন বক্তৃতা করেন। খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন স্বয়ং প্রায় ৩ ঘণ্টা সভায় উপস্থিত থেকে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত এক নেতা জানান, বৈঠকে উপস্থিত নেতারা একচেটিয়া কমিটি গঠন (একটিমাত্র গ্রুপকে প্রাধান্য দিয়ে), তারেক রহমানের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় বিশৃঙ্খলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা আকরামুল হাসান ও সাদিউল কবীর নীরবের সংগঠনের শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং শীর্ষ এক নেতাকে সরকারের দালাল সাজানোর অপচেষ্টা, গণআকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও কর্মসূচি না দেয়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থবির থাকার পেছনে শীর্ষ নেতাকে শিক্ষাজীবন শেষ করার ৩ বছর পর চাকরিরত অবস্থায় আহ্বায়ক করা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কার্যক্রম না থাকাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ সময় অনেকেই বলেন, যেসব জেলা শাখার নেতা (১৭ মে) উপস্থিত নেই, তাদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন জেলে আছেন। বাকিদের প্রায় সবাই আত্মগোপনে। জোট সরকারের পুরো পাঁচ বছরই চট্টগ্রামের একজন সহ-সভাপতির পদে ছিলেন। ওই নেতা এখন দুবাইয়ে ব্যবসা খুলে বসেছেন। কয়েকজন আছেন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে। তাদের অন্যায়-অপকর্মের কারণে দলকে মাশুল দিতে হচ্ছে। বক্তাদের অধিকাংশই স্বচ্ছ এবং ত্যাগী নেতাদের দিয়ে জেলা কমিটি পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন বলে জানায় সূত্র।

বৈঠক সূত্র জানায়, খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন সবার বক্তৃতা শোনার পর নেতৃবৃন্দকে সব জেলা শাখার কমিটি ভেঙে পুনর্গঠনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, কেউ না থাকলে তার জন্য দল বসে থাকবে না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখাগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জেলা শাখাগুলো পুনর্গঠন করতে হবে। তিনি গোটা জুন মাসে সব জেলা শাখায় কেন্দ্রীয় নেতাদের সফর করে শাখাগুলোর সমস্যা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে রিপোর্ট ও সুপারিশ তৈরির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। মহাসচিব এ সময় ছাত্রদল নেতাদের উদ্দেশে বলেন, আন্দোলন ছাড়া বেগম জিয়াকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না। আর এ দায়িত্ব পালন করতে হবে ছাত্রদলকে। ছাত্রদলের দিকে শুধু বিএনপি নয়, গোটা জাতি তাকিয়ে আছে।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এ ব্যাপারে বলেন, মহাসচিব কর্মিসভা করে নির্দেশ দিয়েছেন